প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

Course: Functional Bangla

Motasim Billah

বাংলা বানান রীতি কেন জরুরী

১. শুদ্ধ বানান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

২. লেখার ক্ষেত্রে শুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করা যায়।

৩. বাহুল্য দোষ বর্জন করা সম্ভব।

৪. বাংলা শব্দের গঠন ও স্বরূপ সম্পর্কে জানা যায়।

৫. বাংলা শব্দের প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

৬. ভাষার শৃঙ্খলা রক্ষিতা হয় ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটে।

অধিংকাংশ বাংলা বানানের সঠিক প্রয়োগের জন্য যে সকল বিষয় আবশ্যক

১. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

২. ণ-ত্ব বিধান

৩. ষ-ত্ব বিধান

শুদ্ধ বাংলা বানানের যা যে সকল বিষয় আবশ্যক

- সন্ধি
- উপসর্গ
- প্রত্যয়
- সমাস
- উচ্চারণ রীতি
- ভাষার শুদ্ধ-অশুদ্ধ প্রয়োগ
- ভাষা যথাযথ চর্চা

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

১.১. এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১.২. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার-কার চিহ্ন ই-কার উ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, পঞ্জি, ধূলি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

১.৩. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

১.০৪ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হবে । যেমন: অহম্ + কার = অহংকার। এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে অনুস্বার হবে না। যেমন- অঙ্ক, অঙ্গ, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে সঙ্গী, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

১.৫ সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ঈ-কারান্ত রূপ সমাস বদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে ই/ঈ কার উভয়ই ব্যবহার করা যাবে।

গুণী>গুণীজন/গুণিজন

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

প্রাণী>প্রাণীবিদ্যা/প্রাণিবিদ্যা

মন্ত্রী>মন্ত্রীপরিষদ/মন্ত্রিপরিষদ

তবে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে।

কৃতী>কৃতিত্ব

দায়ী>দায়িত্ব

প্রতিযোগী>প্রতিযোগিতা

মন্ত্রী>মন্ত্রিত্ব

সহযোগী>সহযোগিতা

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

১.৬

শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে না। যেমন: ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।

এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন : নিস্তব্ধ, দুস্থ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

ধন্যবাদ